ICBM
International Centre for Bengali Music
আন্তর্জাতিক বাংলা সংগীত কেন্দ্র

সেতারের উৎপত্তি : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

ড. সব্যসাচী সরখেল

Abstract

Indian string instrument Sitar, is a most popular musical instrument in the world of music. There are different opinions regarding the emergence of this instrument amongst the scholars. But the views of the modern researchers are as follows:

Not Amir Khusro as the legend goes, invented the Sitar, nor the instrument came from Persia (Iran), it is a modification of Tri-Tantri Veena (Seh Tar), which was first appeared in the 18th century, being played by Khusro Khan, the brother of Niyamat Khan (Sadarang) in the court of late mughal emperor Muhammad Shah rangile(1719-1748).Later it was modified by the number of great sitar players and emerged as a wonderful instrument.

আধুনিককালে যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সেতার যন্ত্রটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। শুধু ভারতীয় সঙ্গীতে নয় সারা পৃথিবীতে এই বাদ্যযন্ত্রটির জনপ্রিয়তা রয়েছে।

এই সেতার যন্ত্রটির জন্ম বা উৎপত্তি কিভাবে হল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন মতবিরোধ রয়েছে। সেই বিভিন্ন মতবাদগুলি হল এইরকম :

১) অনেকের মতে সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজির (১৩শ শতাব্দী) সভাসদ্ হজরত আমীর খুরো সেহ্ তার নামক একটি যন্ত্র (যা পারস্যদেশ বা ইরান থেকে এদেশে এসিছিল) প্রবর্তন করেন। ফারসী ভাষায় 'সেহ্' কথাটির অর্থ তিন এবং 'তার' অর্থ তন্ত্রী অর্থাৎ তিনটি বিশিষ্ট যন্ত্র। এই মতবাদ অনুযায়ী 'সেহ্তার' ভারতে এসে বিবর্তিত হয়ে সেতারের জন্ম হয়েছে এবং আমীর খুসরো এর আবিষ্কর্তা।

এই মতের সমর্থকদের মধ্যে Captain Willard, বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী যথাক্রমে "Music of Hindusthan"১ এবং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান' পুস্তকে তাঁদের সাক্ষ্য দিয়েছেন।

২) অপর মতে ভারতে ভারতে একটি প্রাচীন বীণা 'ত্রিতন্ত্রী বীনা'র বির্তিত রূপ হল সেতার। পণ্ডিতদের মধ্যে কারও মতে এই বিবর্তন আমীর খুসরো দ্বারা হয়েছে আবার অন্য মতে আমীর খুসরো নয় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন গুণীদের দ্বারা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে ত্রিতন্ত্রী বীণা সেতারের রূপান্তরিত হয়েছে।

স্যার এস. এম. ঠাকুর তাঁর 'যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা" গ্রন্থে ত্রিতন্ত্রী বীণা থেকে সেতারের উৎপত্তি মেনেছেন। ইনি বলেছেন, তিতন্ত্রী বীণাকে আমীর খুসরো সহ্ তার বলা শুরু করেন। (পার্সীতে সহ্ মানে তিন) ৩

Rev. Popley আমীর খুসরো সম্বন্ধে লিখেছেন, "... The Sitar, a modification of the Vina, was first introduced by him (Amir Khusro) "৪

শ্রী বিমল মুখার্জী তাঁর "Indian Classical Music" পুস্তকে লিখেছেন, ৫

"No particular person, not even Amir Khusro as the legend goes invented the Sitar. The instrument is the clear result of a systematic process of evolution in which many master performers and thinkers have lend a hand."

শ্রী মুখার্জী আরও লিখেছেন, প্রাচীনকালে সমস্ত ভারতীয় তারের যন্ত্রকেই বীণা বলা হত। তেমনি তিনটি তারযুক্ত এবং পর্দাবিশিষ্ট একটি বীণার নাম ছিল ত্রিতন্ত্রী বীণা। ১১শ বা ১২শ শতাব্দীতে এইরকম একটি বাদ্যযন্ত্র কণ্ঠ সঙ্গীতের সঙ্গে সহযোগিতার বা সঙ্গতের জন্য ব্যবহৃত হোত এবং পরে তা একটি স্বতন্ত্র বাদ্যযন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও পরে যখন উত্তর ভারতে এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় মুসলমান আক্রমণ হতে থাকে তখন পারস্যদেশীয় ও তুর্কী আক্রমণকারীরা প্রবেশ করে। এই মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে কিছু সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন যাঁরা একটি তিন তার যুক্ত যন্ত্র (যাকে বলা হোত সেহ্ তার) ভারতে নিয়ে এসেছিলেন। এই বিদেশী মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞরা ভারতের ত্রিতন্ত্রী বীণার দ্বারাও আকৃষ্ট হন। এবং পরবর্তীকালে 'ত্রিতন্ত্রী বীণা' ও 'সেহ্ তার' দুটি যন্ত্র পরস্পর প্রভাবিত হয়ে সেতার নামে একটি নতুন যন্ত্রের উদ্ভব হয়।

পণ্ডিত লালমণি মিশ্র তাঁর 'ভারতীয় সঙ্গীত বাদ্য' পুস্তকে সেতারের আবিষ্কার সম্বন্ধে বিষদ্ আলোচনা করেছেন এবং লিখেছেন যে 'সেতার' এবং 'তানপুরা' ত্রিতন্ত্রী বীণার দুটি বিকশিত রূপ।[৬]

পণ্ডিত লালমনি তাঁর অপর গ্রন্থ 'তন্ত্রীনাদ'এ লিখেছেন– ত্রিতন্ত্রী বীণার নাম আনুমানিক ২০০ বছরের পুরোনো। এর আগে একে 'ত্রিতন্ত্রী বীণা' বা 'নিবদ্ধ তানপুরা' বা সাধারণ লোক এই বীণাকে শুধু 'যন্ত্র' বলতেন।[৭]

শ্রী দেবু চৌধরী তাঁর "Sitar and its technique" পুস্তকে সেতারের আবিষ্কার সম্বন্ধে লিখেছেন[৮] আধুনিক কালে এ বিষয় যথেষ্ট গবেষণার ফলে দেখা যায় আমীর খুসরো বা কোন একজন ব্যক্তির দ্বারা এই যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি। অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে বিবর্তনের ফলে ত্রিতন্ত্রী বীণা থেকে 'যন্ত্র' থেকে 'সেতার' এ রূপান্তরিত হয়েছে।

তিনি আরও লিখেছেন [৯]

মুঘল যুগের শেষ ভাগে সেতারের উৎপত্তি হয়। ১৮শ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্য যন্ত্রটি ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

৩) তৃতীয় মতবাদটি হলে প্রাচীন বীণার আধাওে সেতারের উৎপত্তি হয়েছে।

যেমন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর মহারাষ্ট্রে প্রচলিত সেতারকে 'সতার' বলার প্রথাকে আশ্রয় করে ই শব্দের বুৎপত্তি সপ্ততন্ত্রী থেকে মেনেছেন। তাঁর বক্তব্য হল– সপ্ততন্ত্রী বীণা থেকেই সপ্ততার, সত্তার বা সতার বা সিতার কথাটি এসেছে।[১০]

শ্রী উমেশ যোশী তাঁর "ভারতীয় সঙ্গীত কে ইতিহাস" গ্রন্থে সমুদ্রগুপ্তের কালে সেতারের উৎপত্তি হয়েছে বলেছেন।[১১]

৪) সেতারের উৎপত্তি বিষয়ে অপর একটি মত হল– নিয়ামৎ খাঁ শাহ্ সদারঙ্গ এর ভাই খুসরো খাঁ (ফকীর) অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেতার যন্ত্রটির প্রবর্তন করেন।

'সঙ্গীত চিন্তাবণি' গ্রন্থের লেখক আচার্য কৈলাসচন্দ্র বৃহস্পতি সেতারের আবিষ্কার সম্বন্ধে লিখেছেন–[১২]

সদারঙ্গের যুগের একটি মহত্বপূর্ণ ঘটনা হল সেতারের আবিষ্কার। যদিও 'সতার' শব্দটি ইরানী শব্দ, তথাপি গোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ্ (১৭১৯-১৭৪৮) এর যুগ পর্যন্ত কোন ভারতীয় রাজদরবারে কোন সেতার বাদক এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

সদারঙ্গ-এর ছোট ভাই খুসরো খাঁ ভারতীয় সঙ্গীতে সেতার যন্ত্রটির প্রবর্তন করেন। এই যুগের এক লেখক দরগাহ্ কুলী খাঁ লিখেছেন- সদারঙ্গের ছোট ভাই তিন তার যুক্ত একটি যন্ত্রে অকে রাগ রাগিণী বাজাতেন এবং এই যন্ত্রে প্রয়োজন অনুসারে পরবর্তীকালে তারের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। নামসাম্যের কারণে সাধারণ লোক খুসরো খাঁকে আলাউদ্দীন কালীন আমীর খুসরো-র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন।

জয়পুর সেনীরা ঘরাণার বিখ্যাত সেতারবাদক অমৃত সেনের শিষ্য সুদর্শনচার্য শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁর 'সঙ্গীত সুদর্শন' পুস্তকে খুসরো খাঁকে সেতারের আবিষ্কর্তা মেনেছেন।[১৩]

সেতারের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ পর্যালোচনা করে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে সেতারের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। যেমন :

(ক) আলাউদ্দীন খিলজির সমকালীন আমীর খুসরো তাঁর পুস্তকে সঙ্গীতের সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা করলেও কোথাও সেতারের উল্লেখ করেন নি।[১৪]

(খ) এছাড়াও আমীর খুসরোর সময় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'বর্নী' সেই সময়ের দরবারী সঙ্গীতের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, অনেক বাদ্যযন্ত্র ও শিল্পীর নাম করেছেন কিন্তু কোথাও সেতারের কথা বলেননি।[১৫]

(গ) পরবর্তীকালে মুঘলযুগে 'আইন-ই-আকবরী', 'তুজক জাহাঙ্গীরী' প্রভৃতি পুস্তকেও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে কিন্তু সেতার যন্ত্র বা সেতার বাদকের কোন উল্লেখ নেই।[১৬]

(ঘ) ঔরঙ্গজেবের সমকালীন ফকীরুল্লা তাঁর গ্রন্থ রাগদর্পণ এও সেতার এর কোন নামোল্লেখ করেননি।[১৭]

(ঙ) এমনকি ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে কোন ভাস্কর্য বা চিত্রকলাতেও সেতারের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।[১৮]

১৮শ শতাব্দীতেই প্রথম, নবাব দরগাহ্ কুলী খাঁ এর 'মীরাতে দিল্লী' (ফারসীতে লেখা) ১৯ নামক পুস্তকে তিন তার যুক্ত বাদ্যযন্ত্র 'সহ্তার' এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পুস্তকটি ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের লেখা। পরবর্ত্তী সময়ে মুঘল বাদশাহ শাহ্ আলমের লেখা "নাদিরাত শাহী" তেও 'সেতার' শব্দটির প্রয়োগ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটির রচনাকাল ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।[২০]

একটি মতে সেতারকে ইরানী বাদ্য মানা হয়েছে। কিন্তু ইরানী বাদ্য ও ভারতীয় বাদ্যের গঠন, আকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের চ্যাপ্টা আকৃতির ঘুরচ (ব্রীজ), ভারতীয় বীণার পর্দা লাগানোর ব্যবস্থা প্রভৃতি অন্য কোন দেশের বাদ্যযন্ত্রে পাওয়া যায় না।[২১] সুতরাং 'সহ্তার' নামক যন্ত্রে ইরান থেকে এদেশে এসে পরবর্তীকালে সেতারে রূপান্তরিত হয়েছে বা আমীর খুসরো (আলাউদ্দীন কালীন) সেতার আবিষ্কার করেছেন এ তথ্য মেনে নেওয়া যায় না।

সেতার নামক যন্ত্র যদি আমীর খুসরোর সময় বর্তমান থাকত তাহলে সেই যুগ থেকে অনেক সেতার বাদকেরও নাম পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমান সেতার বাদকদের উত্তরসূরীদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এখন থেকে আনুমানিক ২০০ / ২৫০ বছরের পূর্বে কোন সেতার বাদককে খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ১৮শ শতাব্দী থেকেই সেতার বাদকদের নাম পাওয়া যায়।

খুসরো খাঁ ছিলেন মিঞা তানসেনের জামাতা নৌবাৎ খাঁ-র বংশধর নিয়ামৎ খাঁ-র (সদারঙ্গ) ভাই এবং দেশের প্রসিদ্ধ বীণাকার বংশের সন্তান। অর্থাৎ খুসরো খাঁ ছিলেন একজন ঘরানাদার সঙ্গীতজ্ঞ এবং ভারতীয় সঙ্গীতের একজন মহাগুণী ব্যক্তিত্ব।

দ্বিতীয়তা : খুসরো খাঁর পুত্র ফিরোজ খাঁ (যিনি রামপুরের নবাব সাদুল্লা খাঁ-র আশ্রিত ছিলেন এবং যাঁর উপনাম 'অদারঙ্গ' ছিল।) নিজের সময়কার প্রসিদ্ধ বীণাবদক এবং গায়ক ছিলেন।[২২] ফিরোজ খাঁ রচিত সেতারের 'ফিরোজ খানি গৎ' বেশ কিছুকাল প্রচারে ছিল।

সুতরাং সদারঙ্গ বা নিয়ামৎ খাঁর-র ভাই খুসরো খাঁ যাকে সাধারণ লোক ফকীর খুসরা, আমীর খুসরো, খুসরো শাহ্ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে সম্বোধন করতেন, যিনি মহম্মদ শাহ্ এর সমকালীন ছিলেন। ইনিই সেতার যন্ত্রটির প্রবর্তন করেছেন এই মতবাদটি সব থেকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ প্রাচীন ত্রিতন্ত্রী বীণাকেই ইতি 'সহ্তার' বলা শুরু করেন। (কেননা সে যুগের সরকারী ভাষা ছিল আরবী ও ফারসী) এবং এই যন্ত্রে রাগ-রাগিণী বাজানো শুরু করেন। মনে হয়, নামসাম্যের কারণে বেশীরভাগ লোক সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজির সময়কার আমীর খুসরোর সঙ্গে খুসরো খাঁ-কে গুলিয়ে ফেলেছেন।

পরবর্তীকালে খুসরো খাঁর পৌত্র মসীৎ খাঁ সেতারে একটি বিশেষ রীতির বাজ প্রচলন করেন যা 'মসীৎখানি বাজ' নামে আজও প্রচলিত।

পাদটীকা :

১. ভারতীয় সঙ্গীত বাদ্য : ড. লালমণি মিশ্র, ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, নিউ দিল্লী, ১৯৭৩, প. ৫৪
২. হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তান সেনের স্থান : বীরেন্দ্রকিশের রায়চৌধুরী, পঞ্চম সংস্করণ ১৩৮৭, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-৯ পৃ. ৫৫
৩. ভারতীয় সঙ্গীত বাদ্য : ড. লালমণি মিশ্র, পৃ. ৫৮
৪. হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান : বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পৃ. ৫৪
৫. Indian Classical Music, Changing Profile : Bimal Mukherjee, W.B. State Music Academy, 36, Anwar Shah Rd., Cal-33, p. 206
৬. ভারতীয় সঙ্গীত বাদ্য : ড. লালমণি মিশ্র, পৃ. ১৯
৭. তন্ত্রীনাদ : ড. লালমণি মিশ্র, ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পৃ. ১৯
৮. Sitar and its Technique : Prof Debu Chowdhury, Avon Book Co. Delhi 110032, 1981, p13
৯. তদেব পৃ. ১১
১০. ভারতীয় সঙ্গীত বাদ্য : ড. লালমণি, পৃ. ৫৫
১১. তদেব, পৃ. ৫৫
১২. সঙ্গীত চিন্তামণি (প্রথম খণ্ড) : আচার্য বৃহস্পতি, সঙ্গীত কার্যালয়, হাথরস, পুনমুদ্রণ নভেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ৩৩৭
১৩. সিতার কে আবিষ্কার ইতিহাস ঔর বিকাশ কে চরণ : ড. রমাবল্লভ মিশ্র, 'সঙ্গীত' পত্রিকা জুন, ১৯৭৮ পৃ. ৩২
১৪. তদেব পৃ. ৩০
১৫. তদেব পৃ. ৩০
১৬. তদেব পৃ. ৩০
১৭. তদেব পৃ. ৩০
১৮. Seminar on Sitar : (Journal by S.R.A. 23rd Sept. '90) Vilayat Khani Gharana—Arvind Parikh, p. 40
১৯. দরগাহ্ কুলী খাঁ দিল্লীতেই থাকতেন এবং নাদিরশাহী আক্রমণের ফলস্বরূপ দিল্লীর দুর্দশা দেখেছেন। এই যুগে মেলা, সুফিয়ো কে মকবরোঁ, শায়রোঁ এবং কলাকারদের বর্ণনা করে 'মীরাতে দিল্লী' নামক ছোট পুস্তিকা লেখেন। এই বইটির অনুবাদ খাজা সাহেব 'পুরানী দিল্লীকে হালাত' নাম দিয়ে প্রকাশ করেনা। খুসরো, তানসেন তথা অন্য কলাকার : সুলোচনা বৃহস্পতি পৃ. ১৩৮
২০. সিতার কে আবিষ্কার কা ইতিহাস ঔর বিকাশ কে চরণ : ড. রমাবল্লভ মিশ্র, 'সঙ্গীত' পত্রিকা জুন, ১৯৭৮, পৃ. ৩১

২১. ভারতীয় সঙ্গীত বাদ্য : ডা. লালমণি মিশ্র, পৃ. ৫৫
২২. খুসরো তানসেন তথা অন্য কলাকার : সুলোচনা বৃহস্পতি, পৃ. ৮৭